



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব : ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

ড. মনিদীপা ভট্টাচার্য

Guest Lecturer, Department of Sanskrit

Dasarath Deb Memorial College, Khowai, Tripura

সারসংক্ষেপ (Abstract)

সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ ভাষা। বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, দর্শন, মহাকাব্য, পুরাণ, নীতিশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত এবং ভাষাবিজ্ঞানের অসংখ্য অমূল্য গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরার ধারক ও বাহক হিসেবে সংস্কৃতের ভূমিকা অতুলনীয়। আধুনিক বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence), কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স, যোগ, আয়ুর্বেদ এবং Indian Knowledge Systems-এর বিকাশে সংস্কৃতের গুরুত্ব নতুনভাবে উপলব্ধ হয়েছে।

বর্তমান গবেষণাপত্রে সংস্কৃত ভাষার ঐতিহাসিক বিকাশ, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, সাহিত্যিক সমৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক অবদান এবং সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020)-এর আলোকে সংস্কৃত শিক্ষার সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশও আলোচিত হয়েছে।

মূল শব্দ (Keywords):

সংস্কৃত ভাষা, ভারতীয় সংস্কৃতি, পাণিনি, ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরা, বৈদিক সাহিত্য, NEP 2020।

১. ভূমিকা

“সংস্কৃতং নাম দৈবী বাक्।”

সংস্কৃত ভাষা কেবল একটি ভাষা নয়; এটি ভারতীয় সভ্যতার আত্মা। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির প্রধান মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃতের ব্যবহার হয়ে আসছে। বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে মহাভারত, রামায়ণ, উপনিষদ, অষ্টাধ্যায়ী, অর্থশাস্ত্র, চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

মহর্ষি পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষার যে বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ নির্মাণ করেছেন, তা বিশ্বভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অনন্য কীর্তি। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা পাণিনির ব্যাকরণকে বিশ্বের অন্যতম নিখুঁত ব্যাকরণতন্ত্র হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন।

সংস্কৃত ভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এর ধ্বনিগত শুদ্ধতা ও ব্যাকরণগত নিয়মাবলি। এই ভাষার প্রতিটি ধ্বনি, প্রত্যয় ও বাক্যগঠন নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে। ফলে সংস্কৃত ভাষা অর্থের নির্ভুলতা ও যুক্তিসঙ্গত প্রকাশে বিশেষ সক্ষম।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষার প্রসার সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব একেবারেই হ্রাস পায়নি। বরং যোগচর্চা, আয়ুর্বেদ, ভারতীয় দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, তথ্যপ্রযুক্তি এবং Indian Knowledge Systems-এর পুনর্জাগরণের ফলে সংস্কৃত ভাষা নতুনভাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হলো—

১. সংস্কৃত ভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা।
২. ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতায় সংস্কৃত ভাষার অবদান মূল্যায়ন করা।
৩. সংস্কৃত ভাষার বৈজ্ঞানিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা।
৪. আধুনিক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তিতে সংস্কৃত ভাষার প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা।
৫. জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020)-এর আলোকে সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আলোচনা করা।

৩. গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

বর্তমান গবেষণাটি মূলত গুণগত (Qualitative) এবং বর্ণনামূলক (Descriptive) প্রকৃতির। গবেষণায় প্রধানত মাধ্যমিক (Secondary) তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। বেদ, উপনিষদ, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, কালিদাসের রচনা, চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা, আধুনিক গবেষণাগ্রন্থ এবং গবেষণা-প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তুলনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. সংস্কৃত ভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্ব

সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধতম ভাষাগুলির অন্যতম। ভারতীয় আর্ষ সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই এই ভাষা জ্ঞানচর্চা, ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বৈদিক যুগে রচিত ঋগ্বেদ মানবসভ্যতার প্রাচীনতম সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তীকালে সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ ভারতীয় চিন্তাধারার ভিত্তি নির্মাণ করে।

মহর্ষি বান্দীকির রামায়ণ এবং ব্যাসদেবের মহাভারত শুধু সাহিত্য নয়, ভারতীয় সমাজ, নৈতিকতা ও রাষ্ট্রচিন্তার অনন্য দলিল। এছাড়া কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পতঞ্জলির যোগসূত্র, চরকের চরকসংহিতা এবং সুশ্রুতের সুশ্রুতসংহিতা প্রমাণ করে যে সংস্কৃত ভাষা ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি চিকিৎসাবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানেরও ভাষা ছিল।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সংস্কৃত ভাষাকে একটি সুসংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণিক কাঠামো প্রদান করেছে। ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি এক অনন্য সৃষ্টি।

৫. সংস্কৃত ভাষার বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃত ভাষাকে বিশ্বের অন্যতম বৈজ্ঞানিক ভাষা বলা হয়। এর কয়েকটি প্রধান কারণ হলো—

(ক) সুসংবদ্ধ ব্যাকরণ

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী-তে প্রায় চার হাজার সূত্রের মাধ্যমে সমগ্র ভাষার ব্যাকরণিক কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। এই সূত্রভিত্তিক ব্যবস্থা ভাষাকে অত্যন্ত নির্ভুল ও যুক্তিনির্ভর করেছে।

(খ) ধ্বনিবৈজ্ঞানিক শুদ্ধতা

সংস্কৃত বর্ণমালা উচ্চারণস্থানের ভিত্তিতে (কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য ও ওষ্ঠ্য) বিন্যস্ত। ফলে প্রতিটি ধ্বনির উচ্চারণ নির্দিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক।

(গ) শব্দগঠনের নিয়ম

ধাতু, প্রত্যয় ও উপসর্গের মাধ্যমে অসংখ্য নতুন শব্দ গঠন করা যায়। এই বৈশিষ্ট্য ভাষাটিকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সৃজনশীল করেছে।

(ঘ) কম্পিউটার-বান্ধব ভাষা

বহু ভাষাবিজ্ঞানী মনে করেন, সংস্কৃতের সুস্পষ্ট ব্যাকরণিক কাঠামো প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (Natural Language Processing) এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence)-এর গবেষণায় বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে। যদিও এ বিষয়ে অতিরঞ্জিত দাবি এড়িয়ে চলা উচিত, তবুও ভাষাটির নিয়মভিত্তিক গঠন কম্পিউটেশনাল গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ।

৬. ভারতীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞান-পরম্পরায় সংস্কৃত ভাষার অবদান

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল ভিত্তি সংস্কৃত ভাষা। ধর্মীয় আচার, দর্শন, সাহিত্য, সংগীত, নাট্য, নীতিশাস্ত্র, যোগ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিত—প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার অবদান অনস্বীকার্য।

“সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।”

— বিষ্ণুপুরাণ

অর্থাৎ, যে বিদ্যা মুক্তির পথ প্রদর্শন করে, প্রকৃত বিদ্যা সেই।

আবার,

“বসুধৈব কুটুম্বকম্।”

— মহা উপনিষদ

অর্থাৎ, সমগ্র পৃথিবীই এক পরিবার।

এই বাণীগুলি মানবতাবাদ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং শান্তির যে আদর্শ প্রচার করে, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

সংস্কৃত সাহিত্য মানবজীবনের চারটি পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এর সমন্বিত ধারণা উপস্থাপন করেছে। ফলে এই ভাষা শুধু সাহিত্যচর্চার নয়, মানবজীবনের সামগ্রিক বিকাশেরও পথপ্রদর্শক।

৭. উপসংহার

সংস্কৃত ভাষা কেবল প্রাচীন ভারতের একটি ভাষা নয়; এটি ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরা, সংস্কৃতি, দর্শন এবং মানবিক মূল্যবোধের এক অনন্য আধার। বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে মহাকাব্য, পুরাণ, দর্শন, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, নীতিশাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্র—প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংস্কৃত ভাষার অসামান্য অবদান রয়েছে। পাণিনির ব্যাকরণ সংস্কৃতকে একটি সুসংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক ভাষার মর্যাদা দিয়েছে, যা আজও ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব নতুনভাবে উপলব্ধ হয়েছে। ভারতীয় জ্ঞান-ব্যবস্থা (Indian Knowledge Systems), যোগ, আয়ুর্বেদ, দর্শন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংস্কৃত অপরিহার্য। জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020)-তেও সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ও গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অতএব, সংস্কৃত ভাষার সংরক্ষণ, গবেষণা, আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় এবং নবপ্রজন্মের মধ্যে এর চর্চা বৃদ্ধি করা বর্তমান সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। এর মাধ্যমে ভারতীয় ঐতিহ্য আরও সুদৃঢ় হবে এবং বিশ্বজ্ঞানভাণ্ডারে সংস্কৃতের অবদান আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

তথ্যসূত্র (Bibliography)

Apte, V. S. (2015). The Practical Sanskrit–English Dictionary. Delhi: Motilal Banarsidass.

Keith, A. B. (1928). A History of Sanskrit Literature. Oxford University Press.

Macdonell, A. A. (1900). A History of Sanskrit Literature. London: William Heinemann.

Winternitz, M. (1972). A History of Indian Literature (Vols. I–III). Delhi: Motilal Banarsidass.

Kane, P. V. (1930–1962). History of Dharmaśāstra (Vols. I–V). Pune: Bhandarkar Oriental Research Institute.

Radhakrishnan, S. (1923). Indian Philosophy (Vols. I–II). London: George Allen & Unwin.

Pāṇini. Aṣṭādhyāyī. (বিভিন্ন সংস্করণ)

Patañjali. Mahābhāṣya. (বিভিন্ন সংস্করণ)

Vālmīki. Vālmīki Rāmāyaṇa. Gita Press Edition.

Vyāsa. Mahābhārata. Gita Press Edition.

Ṛgveda Saṁhitā. (Sāyaṇa Bhāṣya সহ বিভিন্ন সংস্করণ)

Bhagavad Gītā. Gita Press, Gorakhpur.

Kālidāsa. Raghuvaṁśa. Chaukhamba Sanskrit Series.

Kālidāsa. Abhijñānaśākuntalam. Chaukhamba Sanskrit Series.